০৮-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সব কিছুই ঈশ্বরীয় সেবায় লাগিয়ে সফল করো, কলেজ তথা হসপিটাল খুলতে থাকো"

প্রশ্ন - শিববাবার সাথে বাচ্চারা তোমাদের কোন্ সম্বন্ধটি খুবই রমণীয় এবং গুহ্য ?

উত্তর -- তোমরা বলো যে শিববাবা আমাদের বাবাও হন আবার সন্তানও। কিন্তু বাবাও আবার সন্তানও সেটা কিভাবে? এটা হলো বড়ই রমণীয় এবং গুহ্য বিষয় । তোমরা ওঁনাকে বালকও মনে করে থাকো, কারণ ওঁনার ওপর পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে যাও । পুরো অধিকার তোমরা প্রথমে ওঁনাকে দিয়ে দাও । যারা শিববাবাকে নিজের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানায়, তারাই একুশ জন্মের অধিকার লাভ করে । এই বাচ্চা অর্থাৎ শিববাবা বলেন যে তোমাদের পয়সা কড়ি আমার প্রয়োজন নেই । শুধু তোমরা শ্রীমতে চলো ,তাহলেই তোমরা বাদশাহী লাভ করবে ।

গীত - মাতা ও মাতা.....

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি, কে বললো? শরীর না আত্মা, কে বললো? বাচ্চাদের এটা ভালো ভাবে বুঝতে হবে । এক হলো আত্মা আর দ্বিতীয় হলো শরীর । আত্মা হল অবিনাশী । আত্মা নিজেই নিজের পরিচয় দেয় যে আমিও হলাম আত্মা বিন্দু স্বরূপ । যেমন পরমাত্মা বাবা নিজের পরিচয় দেন যে আমাকে পরমাত্মা কেন বলা হয় ? কারণ আমি হলাম তোমাদের সবার বাবা । সবাই বলে যে হে পরমপিতা পরমাত্মা, হে ভগবান, এইসব হলো বোঝার বিষয় । অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপারই নেই । যেমন দেখো - মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে যা কিছু শোনায় , সেসব সত্য নয় । সবাই অসত্য শুধু একজন ঈশ্বরই হলেন সত্য । তিনিই সত্য বলবেন বাকী মানুষ মাত্রই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে , এইজন্য বাবাকে সত্ (Truth) বলা হয় , সত্য খণ্ড স্থাপন করেন যিনি । ভারতই ছিল সত্য খণ্ড । বাবা বলেন আমিই সত্য খণ্ড তৈরী করেছিলাম, সেই সময় ভারত ছাড়া আর কোনও খণ্ড ছিল না । এইসব সত্য শুধু মাত্র বাবাই বলতে পারেন । ঋষি মুনিরা সবাই বলে গেছেন যে আমরা ঈশ্বর, যিনি হলেন রচয়িতা, ওঁনার রচনার আদি মধ্য অন্তকে আমরা জানি না । তারা বলে গেছেন 'নেতি নেতি' ('হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা') । কেউই ওঁনার পরিচয় দিতে পারে নি । বাবার পরিচয় বাবা নিজেই দেন । আমি (শিববাবা) হলাম তোমাদের বাবা । আমিই এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করে থাকি -- শঙ্করের দ্বারা । নতুন সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মার দ্বারা করি । আমিই তোমাদের নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে থাকি । বাকী সবাই আমার সম্পর্কে যা বলে বা বলবে সবই মিথ্যা বলবে । যারা চলে গেছেন , তাদের কেউ জানে না । সত্যযুগী লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন উচ্চ থেকে উচ্চ । নতুন দুনিয়া যখন উচ্চ ছিল, সেখানকার মালিক ছিলেন তাঁরা । বাকী এতো উচ্চ দুনিয়া কে তৈরী করেছেন আর তার মালিকদেরও কে তৈরি করেছেন? এসব কেউই জানে না । বাবা জানেন যারা স্বর্গের রাজত্বের অধিকার লাভ করেছে , তাদের বুদ্ধিতেই এসব কথা স্থির হবে । গাওয়াও হয় তোমরা মাতাপিতা আমরা হলাম তোমার বালক, তোমারই কৃপায় গহন সুখ লাভ করি । এইসব কাদের জন্য গাওয়া হয় ? লৌকিকের জন্য না পারলৌকিকের জন্য? লৌকিকের তো এসব মহিমা হয় না । সত্যযুগেও এসব মহিমা কারোরই হয় না । তোমরা এখানে এসেছ সেই মাতাপিতার কাছ থেকে একুশ জন্মের জন্য গহন সুখের

অধিকার লাভ করতে , রাজ্যভাগ্যের অধিকার গ্রহন করতে । ভগবানই যখন রচয়িতা তখন ওঁনার সাথে মাতাও (মা) থাকবেন, তাইনা! এখানে তোমরা বাচ্চারা বলো আমরা মাতাপিতার কাছে এসেছি । এখানে কোনো গুরু গোঁসাই হয় না । বাবা বলেন -- তোমরা পুনরায় আমার কাছ থেকে স্বর্গের অধিকার গ্রহন করতে এসেছো' । সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণই রাজত্ব করতেন । *শ্রীকৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে কিন্তু সমপরিমাণ ভালবাসা রাধার প্রতি নেই কেন* ? শৈশবে লক্ষ্মী নারায়ণ কারা ছিল? এসব কেউই জানে না । মানুষ মনে করে এসব দ্বাপর যুগে হয়েছে । মায়া রাবণ একেবারে তুচ্ছ - বুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে । তোমরাও প্রথমে পাথর বুদ্ধিধারী (তুচ্ছ) ছিলে । পারস বুদ্ধিধারী তৈরী করেছেন এক বাবাই । স্বর্গে সোনার মহল হবে । এখানে সোনা কি তামাও পাওয়া যায় না । তামার পয়সাও তৈরী হয় না । সেখানে তো তামার কোনো দাম নেই । এই যে গাওয়া হয়েছে, 'কারো ধনসম্পত্তি মিশবে ধুলোয় আর কারোরটা খাবে রাজা', এইসব পুনরায় অবশ্যই হবে । বরাবর আগুন লেগেছিল । বিনাশ হয়েছিল, সেটাই এখন অবশ্যই হবে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো আবার নতুন করে দৈবী স্বরাজ্যের স্থাপনা করা হচ্ছে । বাচ্চারা তোমাদের রাজত্ব দেওয়া হবে -- এবার তোমরা যে যতটুকু পড়া করবে ! ভেবে দেখা উচিত যে সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজা রানী তথা প্রজা -- কোথা থেকে এসেছে ? তারা রাজ্য কোথার থেকে গ্রহন করেছে ? একে অন্যের থেকে প্রাপ্ত করে না সূর্যবংশীর কাছ থেকে চন্দ্রবংশীরা গ্রহন করে! চন্দ্রবংশীর থেকে আবার বিকারী রাজারা গ্রহন করে । রাজাদের কাছ থেকে আবার কংগ্রেস সরকার নিয়েছে । কিন্তু এখন তো কোনও রাজত্ব নেই । লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন তো - আটটি পুরুষের রাজত্ব চলেছে । ত্রেতাযুগে সীতা-রামের রাজত্ব চলেছে । তারপর মায়ার রাজত্ব শুরু হয়েছে । বিকারী রাজারা, নির্বিকারী রাজাদের মন্দির তৈরী করে পুজা করতে লাগলো । যারা পুজ্য ছিল তারাই পূজারী হয়ে গেল। এখন তো বিকারী রাজাও নেই । এবার আবার নতুন দুনিয়ার হিস্ট্রি পুনরাবৃত্ত হবে । নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । বেহদের পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদী বর্সা(অবিনাশী উত্তরাধিকার) নিতে হবে। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তারাই কল্প কল্প উঁচু পদ লাভ করবে। এ হলো পড়া, গীতা পাঠশালা । বাস্তবে গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি বলা উচিত। কারণ এর দ্বারাই ভারত স্বর্গে পরিণত হয় । কিন্তু এসব কথা সবাই বোঝে না । বুঝতে সময় লাগবে । পরে গিয়ে অনেক প্রভাব ফেলবে । এইসব শিববাবাই বোঝাচ্ছেন । শিববাবা বলবে নাকি শিব বালক বলবে? শিববাবাও তিনি তখন তো তিনি মা-ও । যদি শিব ভগবান মা না হতেন তাহলে তোমরা এরকম ভাবে ডাকো কেন -- তুমি মাতাপিতা আর আমরা হলাম তোমার বালক । বুদ্ধিতে এ সব কথার বিচার বিশ্লেষণ চলে । শিব ভগবান আমাদের বাবাও আবার মা-ও । এবার বলো শিবের কি মা আছেন ? শিব কি তোমাদের সন্তান ? যারা বলে শিব আমাদের বাবাও, সন্তানও -- তারা হাত তোলো। এ হল অত্যন্ত রমণীয় এবং গুহ্য বিষয় । বাবা আবার সন্তান কিভাবে হতে পারে? বাস্তবে তো কৃষ্ণ গীতা শোনায় নি । সে তো মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিল । সত্যযুগে তো মটকা (মাটির হাঁড়ি) ইত্যাদি ভাঙ্গার কোনো ব্যাপার নেই । শিববাবাই গীতা শুনিয়েছিলেন । ওঁনাকে বালকও মনে করা হয় কারণ ওঁনার ওপর সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হয়ে যাওয়া হয় । সমগ্র অধিকার বাবাকে দেওয়া হয় । তোমরা বলতেও যে -- শিববাবা আপনি এলে আমরা পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে যাবো । এবার বাবা বলেন -- "তোমরা আমাকে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানাবে তবে আমি তোমাদের একুশ জন্মের জন্য ওয়ারিশ বানাবো" । লৌকিকে বাচ্চারা তোমাদের থেকে নেবে , দেবে কিছুই না । আর ইনি দেখো -- কতো দেন । তবে নিজেদের সন্তানদেরও সামলাও আর শ্রীমতেও চলো । এই সময়ের বাচ্চারা

বাবার ধন দিয়ে পাপকর্মই করবে । এই বাচ্চা (শিববাবা) বলেন -- তোমাদের ধন দিয়ে আমি কি করব ! আমি তো তোমাদের বাদশাহী দিতে এসেছি, তোমরা শুধু মাত্র শ্রীমতে চলো । যোগের দ্বারা একুশ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য আর এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন থেকে রাজত্ব লাভ হবে । সেরকম কলেজ কাম হাসপাতাল খোলো । শিববাবা তো হলেন দাতা, আমি নিয়ে কি করবো! হ্যাঁ , তিনি যুক্তি দেন যে এবার ঈশ্বরের অর্থ সেবার কাজে লাগাতে হবে । শ্রীমতে চলতে হবে । শ্রীকৃষ্ণকে অর্থ অর্পণ করা হয়, কিন্তু তিনি তো প্রিন্স (রাজকুমার) ছিলেন , তার কি কোনও কিছুর অভাব ছিল ! শিববাবা তোমাদের পরিবর্তে অনেক কিছু দেন । ভগবান ভক্তির ফল প্রদান করেন । তিনিই হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা । তিনি ছাড়া আর কেউই তোমাদের সদ্গতি করতে পারেন না । বাচ্চারা বাবা-ই তোমাদের সদ্গতি করেন । আচ্ছা বাবা , তাহলে দুর্গতি কে করে ? হ্যাঁ, বাচ্চারা, রাবণের প্রবেশ হওয়ার ফলে আর রাবণের মতে চলার কারণে তোমাদের সবার দুর্গতি হয়েছে । রাবণের মতে একদম ভ্রষ্টাচারী তৈরী হয়েছ। এখন আমি (শিববাবা) তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করে স্বর্গের মালিক তৈরী করি । এখানে তোমরা যা কিছু করবে , সে সব কিছুই তোমরা আসুরী মতেই করবে । এবার দেবতা হতে হবে, তাই সব সঙ্গ ত্যাগ করে 'একমাত্র আমার সঙ্গে' সঙ্গ জোড়ো । *যত আমার মতে চলবে তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । পড়াশোনা না করলে তো প্রজাদের মধ্যেও নিম্ন পদ লাভ হবে । একবার শুনলে , ধারণ করলে তো স্বর্গে আসবে কিন্তু নিম্ন পদ প্রাপ্ত হবে* । দিন প্রতিদিনই উপদ্রব বাড়বে । মানুষ বুঝবেও যে বরাবর এই সেই সময়, কিন্তু অনেক দেরীতে আসার জন্য উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে না । যোগ ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হবে না । এখন হল সবার বিনাশের সময় । হিসেবনিকেশ সবকিছু মিটিয়ে যেতে হবে । এখানে তোমাদের কর্ম বিকর্ম তৈরী হয় । সত্যযুগে কর্ম অকর্ম তৈরী হয় । কর্ম তো অবশ্যই সবাইকেই করতে হবে । বিনা কর্ম করে তো কেউই থাকতে পারবে না । আত্মা বলে আমি এই কাজ করি । ক্লান্তি দূর করবার জন্য রাতে বিশ্রাম নিয়ে থাকি । এই ইন্দ্রিয়গুলিকে পৃথক মনে করে নিদ্রিত হই , যাকে ঘুম বলা হয় । এবার বাবা বলেন হে আত্মা আমি তোমাকে যা শোনাচ্ছি সেটা ধারণ করো । গৃহস্থে থেকেও পড়াশোনা করো। পড়াশোনার থেকেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । পবিত্র না হলে এই জ্ঞান বুদ্ধিতে টিকবে না । মায়া বুদ্ধিকে অপবিত্র করে তোলে, এইজন্য বাবার নাম হল পতিতপাবন । গাওয়াও হয় তুমি মাতাপিতা আমরা বালক তোমার ..... কিন্তু এখন তোমরা প্র্যাক্টিকলে বসেছো, আর জানোও তোমরা যে এই সহজ রাজযোগ বল (শক্তি) দ্বারা একুশ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হবো, এইজন্যই তোমরা এখানে এসেছ । ভক্তি মার্গে তোমরা গাইতে , এখন গান বন্ধ হয়েছে । স্বর্গে গান হয়ই না। আবার ভক্তি মার্গে হবে । বাবা বলেন আমি তোমাদের মাতাপিতা হয়ে তোমাদের স্বর্গ বাসী বানাই আর মায়া পুনরায় তোমাদের নরকবাসী করে তোলে । এ হলো খেলা । মৃত্যুর পূর্বে এইসব বুঝে বাবার কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত করো, নইলে রাজ্য ভাগ্য হারাবে । পতিতরা অধিকারের যোগ্য হয় না । তারা আবার প্রজাদের দলে চলে যাবে । তাদের মধ্যেও নম্বরের ভিত্তিতে পদ লাভ হবে ।

বাবা বলেন এই মৃত্যুলোকে তোমাদের হল অন্তিম জন্ম । এবার আমার (শিববাবার) মতে চলবে তো তোমাদের তরণী পার হয়ে যাবে, এতে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপারই নেই । পড়াশোনায় কখনও অন্ধশ্রদ্ধা থাকে না । পরমাত্মা পড়ান । নিশ্চয় ছাড়া পড়বে কিভাবে? পড়তে-পড়তে মায়া যখন বিঘ্ন ঘটায় তখন পড়াশোনা করা ছেড়ে দেয় , এইজন্য বলা হয়েছে আশ্চর্যবৎ শুনন্তী, কথন্তী .... তারপর বাবাকে তালাক(ফারকতী) দিয়ে চলে যায়। কিন্তু যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে আবার

এসে মিলিত হয় । পরে তাদের অনেক অনুশোচনা হবে যে বাবার সন্তান হয়ে আবার বাবাকে ছেড়ে দিয়েছি! মায়ার জালে ধরা দিলে তো তাদের অনেক শাস্তি পেতে হয় আর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায় । কল্প-কল্পান্তরের জন্য নিজেদের রাজ্য ভাগ্য হারিয়ে ফেলবে । শাস্তি লাভ করে প্রজা পদ প্রাপ্ত হলে তার থেকে লাভ কি আছে! বাবার সম্মুখে এসে অনেক কিছু শুনে তারপর লৌকিকের কাজকর্মে জড়িত হয়ে বাবাকে ভুলে যায় । প্রথম নম্বর পাপ হল কাম কাটারি চালানো, এইজন্য বাবা বলেন কখনও অপবিত্র(মূত পলীতি) হয়ো না । বাবা এসে সবার বস্ত্র পরিষ্কার করছেন । বাবা-ই সব পতিতদের পবিত্র বানানোর নিমিত্ত হন । সত্যযুগে কেউই পতিত হবে না । তোমরা বাবার কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার --:

১) এবার রাবণের মত ত্যাগ করে শ্রীমতে চলতে হবে । সব সঙ্গ ত্যাগ এক বাবার সাথে সঙ্গ জুড়তে হবে ।

২) নিশ্চয় বুদ্ধিধারী হয়ে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে । কোনোও বিঘ্নিত পরিস্থিতিতে বাবার হাত ছাড়া চলবে না । যোগের দ্বারা সুস্বাস্থ্য আর ঈশ্বরীয় পঠনপাঠনের দ্বারা রাজত্ব লাভ করতে হবে ।

বরদান -: পবিত্রতার শ্রেষ্ঠত্বকে ধারণ করে সদা শুভ কার্য সম্পাদনকারী পুরুষোত্তম এবং বিশেষ আত্মা ভব!

সাধারণ আত্মারা যখন পবিত্রতা ধারণ করে তখন তাদের মহান আত্মা বলা হয় । পবিত্রতাই হল শ্রেষ্ঠত্ব আর পবিত্রতাই হল পুজ্য । ব্রাহ্মণ পরিবারে পবিত্রতারই গায়ন আছে । কোনোও শুভ কার্য ব্রাহ্মণদের হাতেই সম্পন্ন করা হবে । এমনিতে তো নামধারী ব্রাহ্মণ অনেক আছে কিন্তু তোমরা যেমন নাম তেমন কাজ করার নিমিত্ত বিশেষ আত্মা । বাবার স্মরণে থেকে সাধারণ কর্ম করাটাও বিশেষ হয়ে যায় , এইজন্য তোমরা বিশেষ কর্ম সম্পাদনকারী পুরুষোত্তম আত্মা এবং বিশেষ আত্মা ।

স্লোগান -: নিজের দ্বারা সকল আত্মাদের সুখের অনুভূতি করানোই হল মাষ্টার সুখদাতা তৈরী হওয়া ।